তারিখ ... 10 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ .....

কালের কণ্ঠ

শিক্ষার মানোন্নয়নে বেশি বরাদ্দ চাই মাধ্যমিকে

শরীফুল আলম সুমন ▷

শিক্ষার চার স্তরের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল মাধ্যমিক। প্রাথমিক স্তরে সরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন ৬৩ হাজারেরও বেশি। কলেজ পর্যায়ের শিক্ষায় গড়পড়তা একটি মান রয়েছে। উচ্চশিক্ষায় এখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি রয়েছে একাধিক মানসম্পন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু মাধ্যমিকে তেমন কোনো উন্নয়নই হচ্ছে না। এ কারণেই শিক্ষাবিদরা বলছেন, পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার বাড়লেও মান বাড়ছে না। আর এই মানের উন্নয়ন ঘটাতে হলে আগামী বাজেটেই সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ রাখতে হবে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার জন্য। এ ছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এবং মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার কথা রয়েছে। আগামী বাজেটে এই খাতেও পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা।

বর্তমানে দেশে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৩৫০। মাধ্যমিক স্তরের বাকি ২৩ হাজার স্কুল ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত। যদিও এর বাইরে আরো প্রায় ১০ হাজার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। সেগুলোর বেশির ভাগের মান এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের চেয়েও নাজুক। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পাস করে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে হচ্ছে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে। এসব স্কুলের বেশির ভাগ শিক্ষকই অদক্ষ। মূলত পরিচালনা কমিটির যোগসাজশে টাকার বিনিময়ে নিয়োগ পাওয়া তাঁরা। আর এসব স্কুলে ল্যাবরেটরিসহ অন্য সুযোগ-সুবিধাও অপ্রতুল। ফলে মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঁচ বছরে মানসম্পন্ন শিক্ষা পাচ্ছে না বেশির ভাগ শিক্ষার্থী। এরপর উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের দুই বছরে এর উত্তরণ ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না।

শিক্ষাবিদরা বলেন, শিক্ষার মান বাড়াতে হলে ঢেলে সাজাতে হবে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা। এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যে পর্যায়ে রয়েছে তাতে এগুলো বাদ দেওয়াও সম্ভব নয়। তাই এখন নজর দিতে হবে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দিকে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ শেষ হয়েছে। এখন পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করতে হবে। শিক্ষকদের চাকরি সরকারি করতে দেরি হলেও আগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি করতে হবে। একই সঙ্গে বাড়াতে হবে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ। দুর্বল শিক্ষকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুলগুলোতে ল্যাবরেটরিসহ ব্যবহারিক ক্লাসের ওপর জোর দিতে হবে। এসব কাজ বাজেটের বর্তমান বরাদ্দ দিয়ে সম্ভব নয়। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা খাতে আগামী বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে শিক্ষাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। তবে শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ছে না বরং কমছে। তবে একলাফে তো আর বাড়ানো যাবে না। আগামী বাজেটে শিক্ষায় অন্তত মোট বাজেটের ১৪ থেকে ১৫ শতাংশ বরাদ্দ রাখা উচিত, যা প্রতিবছর বাড়াতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা একটি শৃঙ্খলার মধ্যে এসেছে। মাধ্যমিক শিক্ষকদের একটি বড় অংশই দক্ষ নয়। শিক্ষক যদি দুর্বল হয় তাহলে সরকারের পরিকল্পনা শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই আগামী বাজেটেই মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে।'

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষা খাতে একটি অগ্রাধিকার তালিকা করা দরকার।